প্রথম আলো

তারিখ AUG. 03 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ফরম সংকট, প্রার্থীদের হয়রানি

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার আবেদন ফরম সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অগ্রণী ব্যাংক এ সংকটের কথা স্বীকার করে এজন্য একে অপরকে দায়ী করেছে। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবেদন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

শিক্ষক হতে আগ্রহীদের আগামী ৬ আগস্টের মধ্যে আবেদন করতে হবে। কিন্তু গত ২৮ জুলাই থেকে অগ্রণী ব্যাংকের শাখাগুলোতে ফরম সংকট। এর ফলে দেশজুড়ে প্রার্থীদের হয়রানি ও বিড়ম্বনা বেড়েছে। গত কয়েকদিন ধরে লাইনে দাঁড়িয়েও অনেকে ফরম জোগাড় করতে পারেননি। প্রার্থীরা ব্যাংকের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় ছোটাছুটি করছেন। বিশেষ করে প্রভাষক পদের জন্য নির্ধারিত ফরম একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না।

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে বর্তমান সরকার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন (এনটিআরসি) কর্তৃপক্ষ গঠন করে। এই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফরম দ্রুত ফুরিয়ে গেছে। প্রথম দফায় দুই লাখ ফরম শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ফরম ও সিলেবাস ছেপে তা নেওয়ার জন্য অগ্রণী ব্যাংককে বারবার অনুরোধ করতে হচ্ছে। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার অগ্রণী ব্যাংক এক চিঠিতে ৪০ হাজার সিলেবাসের মধ্যে ১০ হাজার এবং ৫০ হাজার ফরমের সবটাই নেওয়ার কথা জানিয়ে মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, ফরম নিতে আগ্রহী হলেও ডাক মাশুলের কারণে তুলনামূলক ভারি সিলেবাস নিতে ব্যাংকের দু-একজন কর্মকর্তা আপত্তি করছেন। অথচ প্রতিটি আবেদন ফরমের জন্য ব্যাংক ২০ টাকা পাবে।

অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ ঠিক নয়। তাদের আন্তরিকতায় ঘাটতি নেই। ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক শৈলেশ চন্দ্র সাহা প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরবরাহ করা ফরম শেষ হয়ে যাওয়ায় সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, গতকালই ফরম ও সিলেবাস নিয়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয়েছে, বাকি সিলেবাসও নেওয়া হবে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব মশিউর রহমান বলেন, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় দুই লাখ ফরম বিক্রি হওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে তা আবার ছাপা হয়েছে। ছাপাখানা স্বল্প সময়ের নির্দেশে আরও ফরম ছাপার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে তিনি জানান। এক প্রশ্নের জবাবে সচিব জানান, ফরম বিক্রির সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করছেন।

তবে ভুক্তভোগীরা ফরম নেওয়ার সময় বাড়ানোর দাবি করেছেন। তারা বলেছেন, একদিকে ফরম সংকট রয়েছে, অন্যদিকে ৬ আগস্টের আগে দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি। এর মধ্যে ফরম নেওয়া, তা পূরণ করে জমা দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষক নিবন্ধনের প্রথমবারে দুই লাখ ফরম ছাপা হয়। পরীক্ষা দেয় ৭৯ হাজার পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৩৩ হাজার ৭৮৮ জন। মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক হিসেবে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার প্রার্থী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছে।

এনটিআরসির এক কর্মকর্তা বলেন, এক সপ্তাহ আগে দুই লাখ ফরম শেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যায়, দেশে বেকার সমস্যা কতটা প্রকট। আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত আবেদন ফরম বিতরণ ও জমা নেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে বলে তিনি জানান।